দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

চাকরি হারানোর আতঙ্ক

খুলনায় ৩ হাজার প্রাঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান যাচাই করা হবে

আবু হেনা মুক্তি ঃ খুলনা বিভাগের প্রায় তিন হাজার রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নির্বাচন অফিসারদের আদলে মূল্যায়ন বা শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষায় মুখোমুখি করা হচ্ছে। আগামী নভেম্বর মাসে এ সব শিক্ষককে পরীক্ষার জন্য ডাকা হচ্ছে। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের চাকরি হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ইতোমধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল একাডেমিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের মধ্যে চরম ভীতি ও আশংকা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন চাকরির এক পর্যায়ে অকস্মাৎ এ ধরনের পরীক্ষার মুখোমুখির খবর শুনে শিক্ষকদের মধ্যে নতুন করে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকরা পৃঃ ৮ ঃ কঃ ৪

খুলনায় ৩ হাজার প্রাঃ বিদ্যালয়ের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বলছেন, কর্মজীবনের মাঝে এ ধরনের ব্যবস্থা শিক্ষকদের নিয়ে তামাশার নামান্তর মাত্র। অপরদিকে অভিভাবকরা বলছেন, শিক্ষার মানগত মান সমুন্নত রাখার জন্য এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। কারণ অযোগ্য শিক্ষক দ্বারা বা শিক্ষকদের যদি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে তাহলে শিক্ষার্থীদের আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। সূত্রমতে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালার শর্ত অনুসারে যেসব শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। জেলা বা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসাররা পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করবেন। তালিকাভুক্ত শিক্ষকরাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। সূত্র জানায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য এসএসসি ২য় বিভাগ এবং পুরুষদের জন্য বিএ অথবা এইচএসসি সিএনএড শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে নিয়োগের সময় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষা কমিটি এবং ম্যানেজিং কমিটি অনেক অনিয়ম করেছে। রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে চাকরিরত অনেক শিক্ষকের উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। কিন্তু নিয়োগকালে তারা বৈধভাবেই নিয়োগ পেয়েছেন। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হবে, তারা চাকরি হারাবেন। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা অধিদফতরে পর্যালোচনা ও আসন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে শীঘ্রই পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

সূত্র জানায়, খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় ৩ হাজার ১০৫টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২ হাজার ৪৪৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। এর মধ্যে ৩ সহস্রাধিক শিক্ষকের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। খুলনা জেলায় ৪৫৯টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৮১৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। এর মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই প্রায় ৫০০ জনের। বাগেরহাট জেলার ৪৮৮টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ১ হাজার ৯৪২ জন। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় প্রায় ৫০০ জনকে যাচাই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। সাতক্ষীরা জেলায় ৩৮১টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৫২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। এর মধ্যে প্রায় ৪০০ জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। যশোর জেলায় ৪৮৪টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৯০২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষকতা করছেন। এর মধ্যে প্রায় ৫০০ জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। ঝিনাইদহ জেলায় ৩৯৬টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন ১ হাজার ৫৯৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এর মধ্যে প্রায় ৪০০ জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। মাগুরা জেলায় ১৮৫টি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে ৭৩৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। এর মধ্যে প্রায় ২০০ জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। কুষ্টিয়া জেলায় ২৮৬টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ১৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। এর মধ্যে প্রায় ৩০০ জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১৫২টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। এর মধ্যে প্রায় ২০০ জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। নড়াইল জেলায় ১৭৪টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৯৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে প্রায় ২০০ শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। মেহেরপুর জেলায় ১১০টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন ৪৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এর মধ্যে প্রায় ১০০ জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩ হাজার ৩০০ শিক্ষকের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। উল্লিখিত শিক্ষকদের চাকরি বহাল রাখতে হলে অবশ্যই তাদের মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে এবং কৃতকার্য হতে হবে।